“তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা’আতকারী হিসেবে আসবে

আবূ উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা’আতকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি উজ্জ্বল সূরা অর্থাৎ সূরা আল বাকারা এবং সূরা আলি ইমরান পড়। কিয়ামতের দিন এ দুটি সূরা
এমনভাবে আসবে যেন তা দু খণ্ড মেঘ অথবা দু’টি ছায়াদানকারী অথবা দুই ঝাক উড়ন্ত পাখি যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। আর তোমরা সূরা আল বাকারা পাঠ কর; এ সূরাটিকে গ্রহণ
করা বরকতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীগণ এর মোকাবেলা করতে পারে না।”
[সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে নিয়মিত কুরআন পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কারণ এটি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সুপারিশ করবে যারা এটি পাঠ করবে এবং তদুনুযায়ী আমল করবে। তারপর তিনি সূরা আল-বাকারা এবং সূরা আল-ইমরান তেলাওয়াতের উপর জোর দেন এবং সূরাদ্বয়ের আলো ও হেদায়েতের জন্য এ দুটিকে দুটি উজ্জ্বল আলো বলে অভিহিত করেন। এবং এগুলো পাঠ করা, এর অর্থ চিন্তা করা এবং এর মধ্যে যা আছে তার উপর আমল করার পুরস্কার ও প্রতিদান কিয়ামতের দিন দুটি মেঘ বা অন্য কিছুর মতো আসবে, অথবা দুটি পাখির দল যেমন ডানা মেলে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকবে, তারা তাদের পাঠকারীকে ছায়া দেবে এবং তাদের সঙ্গীর পক্ষাবলম্বন করবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল-বাকারাহ তেলাওয়াত অব্যাহত রাখার, এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করার এবং এর উপর আমল করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন এবং এটি দুনিয়া ও আখেরাতে মহান বরকত ও কল্যাণ বয়ে আনবে এবং এটি ত্যাগ করলে কিয়ামতের দিন অনুশোচনা ও অনুতাপ হবে। এই সূরার আরও ফজিলত যে, যাদুকররা এটি পাঠকারীদের ক্ষতি করতে অক্ষম।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/10851